সমকাল

শুরু হয়েছে

তামাক আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে অপকৌশল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

চূড়ান্ত খসড়াটি গত জুন থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জনমত জরিপের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচার করে। যেখানে ১৬৯ জন সংসদ সদস্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ প্রায় ১৬ হাজার বিশিষ্টজন আইনটি সংশোধনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

অন্যদিকে, তামাক কোম্পানীগুলো ভূয়া ও বেনামি প্রতিষ্ঠানের নামে খসড়া আইনটি সংশোধনের বিপক্ষে মত দেয় মাত্র ১১'শ জন।

গ্লোবাল এডাল্ট ট্যোবাকো সার্ভে (গ্যাটস)-এর রিপোর্টে দেখা যায়, ধূমপান করেন না অথচ পরোক্ষভাবে ধূমপানের ক্ষতির শিকার হন, এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি যা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী সংখ্যার প্রায় দ্বিগুন।

সারাবিশ্বে প্রতিবছর ৫৮ লাখের বেশি মানুষ মারা যায় ধূমপানের কারণে, যা প্রতি ১০ জনে একজন। শুধু বাংলাদেশেই তামাকের ব্যবহারের কারণে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষের অকাল মৃত্যু হয়। সে হিসাবে দিনে গড়ে প্রায় ৪৪২ জন মানুষের প্রাণ নেয় এই তামাক!

এসব তথ্য বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় ধূমপান সর্বোপরি তামাক কতটা ভয়াবহ!

তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য যখনই সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ঠিক তখনি, শুরু হয় তামাক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন রকম অপ-তৎপরতা। বিভিন্ন কৌশলে খসড়া আইনের বিপক্ষে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের ভূল তথ্য প্রদান করে প্রভাবিত করার জন্য চলে নানা অপচেষ্টা। এমনকি, সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ ও পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নেতিবাচক জনমত গঠনে গণমাধ্যমকর্মী ও সুশীল সমাজের নেতৃস্থানীয়দের দ্বারা মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াতেও পিছু-পা হয় না স্বার্থান্বেষী মহলটি।

ইতিমধ্যে তামাক কোম্পানিগুলো আইনটি সংশোধনের বিষয়ে কিছু পয়েন্টে প্রতিবাদ করছে যার মূলতঃ কোন ভিত্তি নেই। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো, স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ না করে মন্ত্রণালয় আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাদ

পড়া এই স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে তামাক কোম্পানি ও তাদেরই অনুগত তথাকথিত কিছু সংগঠন।

যদিও তামাক কোম্পানিগুলোর তামাক আইন সংশোধনে স্টেকহোল্ডার হিসেবে বিবেচিত হবার নূন্যতম কোন সুযোগ নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা অনুমোদিত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)'র আর্টিকেল ৫.৩-এ বলা আছে, "রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় আইনে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রণীত নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রভাবমুক্ত রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে"।

যেহেতু বাংলাদেশ এফসিটিসি-তে অনু-স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ, সেহেতু বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে মত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই কোম্পানিগুলোর। মত প্রকাশের কোন সুযোগ দেয়া হলে তা হবে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ চরম লংঘন। আর্টিকেলে (৫.৩) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক সকল কার্যক্রম বন্ধ করতেও কঠোর মনিটরিং আইন প্রনোয়ন করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ১৫ লক্ষ খুচরা ব্যবসায়ী বেকার হয়ে যাবে এমন দাবী করছে তামাক কোম্পানিগুলো। যা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। বলে রাখা ভালো যে, কোন দোকানীই নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করেই জীবিকা নির্বাহ করে না। কেবল একটি পণ্য বিক্রয় বন্ধ হলে কোন দোকানী বা ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে না বা তারা বেকার হয়ে যাবেন না, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে পদ্মা সেতু বা যমুনা সেতু নির্মানের পূর্বে নদীর ঘাটগুলোতে ওইসব অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষের নানা রকম কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল। তবে সেতু তৈরীর পর বন্ধ হয়েছে সেসব কর্মসংস্থান। তবে তাতে কেউ বেকার হয়ে যায়নি, বরং সবাই বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে নিয়েছে।

তারা প্রস্তাবিত আইনের সংশোধনীর বিভিন্ন ধারার বিরোধিতা করে প্রস্তাবনা দেওয়ার সুযোগ চায়। যাতে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করার জন্য তাদের সুযোগ নিশ্চিত করা যায় এবং প্রস্তাবিত আইন সংশোধনের মাধ্যমে সেটা যেন বাধাগ্রস্থ না হয়!

অন্যদিকে, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সংগঠন সমূহ যেমন ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ইক্যাব, সুপার মার্কেট ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশন ও পেশাজীবীদের সংগঠন যেমন বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশ-বিএসএসএফ-এর মত শীর্ষ সংগঠনগুলো তামাক আইন সংশোধনের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন।

বলে রাখা দরকার, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লক্ষ্য তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা না, বরং জনস্বাস্থ্যকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। আর তামাক কোম্পানিগুলোর লক্ষ্য

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা। চূড়ান্তভাবে যা জনস্বাস্থ্যকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এবং ভবিষ্যতেও ফেলবে।

সরকার আইন করে তামাকজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। যাতে করে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত হয়। শুধু তামাকজাত পণ্যই নয়, ই-সিগারেট বিক্রয়, বিপণন, আমদানী বন্ধে বেশ সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে সরকার। এ বিষয়ে আরো কঠোর পদক্ষেপ নিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গৃহীত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী খসড়া দ্রুত পাস হওয়া দরকার বলে মনে করছি।

লেখক: শ্রী বীরেন শিকদার

জাতীয় সংসদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সংসদ সদস্য (মাগুরা-২)

https://samakal.com/opinion/article/2301151670/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2